ধর্ম, বিজ্ঞান ও মার্ক্সবাদ ।

সমকালীন বাংলাদেশের ইতিহাস সংক্রান্ত ডঃ তাজ হাশমির লেখার প্রতি উত্তরে জনাব জামাল হাসানের মন্তব্যের উপর কিছু লেখার ইচ্ছা ছিল এ সপ্তাহে। কিন্তু উচ্চ ডিগ্রীধারী সবজান্তার অজ্ঞতা, দাম্ভিকতা, অভদ্র আচরণ ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য আমাকে বাধ্য করেছে শিরনামে বর্ণিত বিষয়গুলির উপর লিখতে ।

শ্রীমতি বন্যা আহমেদ সবজান্তার অজ্ঞতার কিছু উত্তর মুক্তমনা ওয়েব সাইটে দিয়েছেন। তবে আমার মনে হয় সবজান্তার অভদ্র আচরণের কারণে তিনি বিতর্কে জড়াতে চাচ্ছেন না। অন্যদিকে আলোচ্য বিষয়ের উপর সবজান্তার অজ্ঞতা স্বীকার করে শ্রী অভিজিৎ রায় তাকে রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন।

আমেরিকান হেরিটেজ ডিকশনারী অনুযায়ী বিজ্ঞানের সংজ্ঞা হলোঃ- 1.a. The observation, identification, description, experimental investigation, theoretical explanation of natural phenomena. b. Such activity restricted to a class of natural phenomena. c. Such activity applied to any class of natural phenomena. 2. Methodological activity, discipline or study. 3. An activity that appears to require study and method. 4. Knowledge, esp. knowledge gained through experience. বিজ্ঞানের আলোচ্য সংজ্ঞার বাংলা অভিধানিক অর্থ দাড়ায় বিশেষত পর্যবেক্ষণজাত ও পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারা যাচাইকৃত সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত জ্ঞান (বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত ইরাজী-বাংলা ডিকশনারী)। নিজ সুবিধা মতো সব কিছু সংজ্ঞায়িত করা সবজান্তার সমস্যা।

তবে ধরা খেয়ে সবজান্তা এখন বলতেছে বিজ্ঞানবাদ বলতে সে বুঝিয়েছে মেথড অফ সাইয়ন্স। সাইয়ন্স (বিজ্ঞান) নিজেই যেখানে একটি বিশেষ মেথড, অর্থ্যাৎ পদ্ধতি বা প্রণালী, সেখানে বিজ্ঞানের আবার পদ্ধতি হয় কি করে? তবে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নং ৩ অনুযায়ী মেথডের সাথে ষ্ট্যাডি যুক্ত করলে বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। কোন কাজে ব্যবহৃত নিয়ম বা পদ্ধতিসমূহকে, অর্থ্যাৎ মেথডোলিজিকে বিজ্ঞান বলা হয়, সংজ্ঞা নং ২ দ্রষ্টব্য। দেখা যাচ্ছে যে মেথড ও মেথডোলজি শব্দার্থের পার্থক্য বুঝার সমস্যায় জর্জরিত সবজান্তার বিজ্ঞান বুঝা দূরের কথা, বিজ্ঞানের সংজ্ঞাই জানে না। তার বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান ইঞ্জিনিয়রিং এর যান্ত্রিকতায় আটকা পরে ঘুরপাক খাচ্ছে ।

বিশ্বব্রহ্মন্ডকে ঐশ্বরিক শক্তি নিয়ন্ত্রন করে ঐতিহাসিক ভাবে বিশ্বাসী বিভিন্ন মানব গোষ্ঠির বিভিন্ন আচরণের নাম ধর্ম, যা মানব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অঙ্গ।

ঐশ্বরিক শক্তির বিপরীতে বস্তুর গতি-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট সমূহ বিশ্বব্রহ্মন্ডের বিবর্তনের মূল চাবিকাঠি তত্ত্বই মার্ক্সবাদের মূল প্রতিপদ্য বিষয়। তাই মার্ক্সবাদকে বস্তুবাদ বলা হয়। অর্থ্যাৎ ধর্ম ও বস্তুবাদ বিপরীত বৈশিষ্ট মূলক বিষয়। ঐশ্বরিক শক্তিকে প্রধান্য দেয়াকারী ধর্মকে যারা বস্তুবাদী মার্ক্সবাদের সাথে একীভূত করে দেখে, তারা সত্যিকার অর্থেই পাগল। আলোচ্য এই পাগলেরা গাধা ও ঘোড়ার পার্থক্য বুঝে না।

বস্তুর গতি-প্রকৃতি, গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট সমূহ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে তত্ত্বে সুবিন্যস্ত করার নাম বিজ্ঞান, যা বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নং 1. a. তে বর্ণিত। এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সংজ্ঞা নং 1. b. অনুযায়ী আলোচ্য এই মেথডোলজি কেবলমাত্র এক শ্রেনীর প্রকৃতিক প্রপঞ্চের (Phenomena), অর্থ্যাৎ প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা হবে, না সংজ্ঞা নং 1. c. অনুযায়ী প্রকৃতির সকল শ্রেনীর প্রপঞ্চে প্রয়োগ করা হবে?

বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নং 1. c. অনুযায়ী মার্ক্স সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় (সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি শাখায়) সংজ্ঞা নং 1. a. তে বর্ণিত মেথডোলজি প্রয়োগ করেছেন বিধায় মার্ক্সবাদও বিজ্ঞান। ডারউইন ও মার্ক্স সমকালীন গবেষক, যথাক্রেমে প্রানী ও মানব সমাজ এবং সভ্যতার বিবর্তন তত্ত্ব কারণসহ উপস্থাপন করেছেন।

ইংরাজী ism শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ "বাদ", যার দ্বারা মানব জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নং 1. a. অনুযায়ী উদ্ভাবিত কোন ব্যক্তির বিভিন্ন তত্ত্বের সমাহারকে বুঝান হয়। নিউটন বা আইনেষ্টাইন মানব জ্ঞানের এক শাখায় বিচরণ করেছেন বিধায় তাদের তত্ত্ব সমূহকে "বাদ" আখ্যায়িত করা হয় না। কিন্তু ডারউইনের প্রানীবিদ্যার তত্ত্ব সমূহ নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানে প্রযোজ্য বিধায় তার তত্ত্ব সমূহকে ডারউইনবাদ বলা হয়।

মুক্তমনা দাবীদার আকাশ মালিক ও আলমগীর হোসেন ইতিহাসের অ-ক-খ-গ না বুঝেই সামান্ততান্ত্রিক আচরণের উপর সামান্তবাদীর

ধর্মীয় রং লাগিয়ে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন, যা কমিউন্যাল পর্যায় ভুক্ত। ভারতের ইতিহাসের ঘটনা প্রবহ বর্ণনা করতে গিয়া আলমগীর হোসেন নামের একজন কমিউন্যাল ব্যক্তি মুসলিম সামান্তবাদীদের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আদিকাল থেকে হিন্দু বর্ণবাদী ও সামান্তবাদী শোষকদের কথা ইচ্ছাকৃত ভাবে এরিয়ে গেছেন। আলমগীরকে সমর্থন করেছেন সুখমায়া বাইন নামের আর এক কমিউন্যাল। আলোচ্য এই কমিউন্যালদের বক্তব্য খন্ডনের লক্ষ্যে ভারতীয় ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিবের লেখা উপস্থাপন করলেন টিটু আহমেদ। মুক্তমনার নিম্ন বর্ণিত লিংক দ্রষ্টব্য।

http://groups.yahoo.com/group/mukto-mona/message/24694

http://groups.yahoo.com/group/mukto-mona/message/24705

ইরফান হাবিব আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছাড়াও একজন ভারতীয় মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক। ইরফান হাবিবের ”ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ” পুস্তকটি পড়লে ভারতের আদিকালের বর্ণতান্ত্রিক যুগ, হিন্দু-মুসলিম সামান্ততান্ত্রিক যুগ, বৃটিশ ঔপনিবেশিক কাল এবং স্বাধীনতা উত্তর পুজিতান্ত্রিক ভারতে শ্রেনী সংগ্রামের ইতিহাস জানা যাবে এবং মার্ক্সবাদের বস্তুবাদী ইতিহাসের বিশ্লেষণ পরিলক্ষিত হবে। ১৬৪৭ সালে প্রদত্ত মুঘল সাম্রাজ্যের রাজকর্মচারী/মনসবদারদের তালিকা থেকে দেখা যায় যে ৪৪৫ জন উচ্চতর মনসবদারের মধ্যে ৪ জন সম্রাট পরিবারের বাকীরা সকলেই রাজপুত, মারাঠা বা দাক্ষিণত্যের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক, যারা সম্রাজ্যের মোট রাজস্ব-আয়ের ৬১% নিয়ন্ত্রন করতো। জায়গিরদারদের ৯০% ছিল হিন্দু ভূস্বামী। শিবাজী কৃষকদের মুক্তিদাতা নন। নিজ রাজত্বে তিনি ছিলেন কৃষকদের জমদূত। অন্য রাজ্যে লুটপাট করা ছিল তার পেশা।

মানব মস্তিষ্ক হলো বস্তু, মস্তিষ্কের ক্রিয়ার নাম চিন্তা। মানব চিন্তা দুই ভাগে বিভাজিত, যথাঃ- শিল্প-কলা ও আবেগসহ ঐশ্বরিক চিন্তা, যা ভাববাদ নামে পরিচিত ও প্রাকৃতিক প্রপঞ্চগত চিন্তা, যা বস্তুবাদ নামে পরিচিত। মানুষের দুই ধরনের চিন্তার মধ্যকার সম্পর্কের বিজ্ঞান ভিত্তিক বস্তুবাদী কারণ মার্ক্সবাদ নির্ণয় করেছে, যা প্রকৃতি বিজ্ঞানে অনুপস্থিত।

বস্তুবাদী চিন্তা ছাড়াও মানুষ ঐশ্বরিক চিন্তা কেন করে, তা বুঝার মতো বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান ডক্টরেট ডিগ্রীধারী অজ্ঞ সবজান্তার নাই। ফলে সাধারণ মানুষের ধর্ম পালন ও ধর্মীয় মৌলবাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপনে সে ব্যর্থ। তাই আন্তর্জাতিক ভাবে পরিত্যাক্ত বিজ্ঞানবাদকে মৌলবাদীদের মতো আঁকড়ে ধরে চীৎকার করে বলছে, এটা পূর্ণাংগ জীবনদর্শন। জীবন তত্ত্ব ডারউইনবাদের সাথে মার্ক্সবাদের দর্শন (এরিস্টল ও সক্রেটিস থেকে উনবিংশ শতাব্দি পর্যান্ত দর্শনশাস্ত্রের নির্যাস) তত্ত্বের যে সমন্বয় করতে জানে না, সে জীবনদর্শনের কি বুঝবে। পাঠকেরা সবজান্তার মতো অজ্ঞ নয়, তাই এবিষয় বিতর্ক করে সময় নষ্ট করতে চাই না। এই বিষয় আপাতত এটাই আমার শেষ লেখা্।

সেতারা হাশেম ১০/০৯/০৫